শ্রী রামচন্দ্র মিশন ®

মার্চ ২০১০ ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

For Private Circulation Only

বিষয়সূচী –

গুরুদেবের সফর ..... পৃষ্ঠা ১–৪
ঘোষণা ..... পৃষ্ঠা ৫
আঞ্চলিক কার্যক্রম ..... পৃষ্ঠা ৬–৯
জ্যোতির্কেন্দ্র ..... পৃষ্ঠা ১০

গুরুদেবের সফর

রুদ্রপুর এবং হল্‌দোয়ানি

১৬ই জানুয়ারী গুরুদেব দিল্লী থেকে মোরাদাবাদ হয়ে কুয়াশা ঘেরা পথ অতিক্রম করে রুদ্রপুর পৌঁছান এবং সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১৭ই জানুয়ারী তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনার পর প্রাতঃরাশ শেষ করে হলদোয়ানি রওনা হয়ে যান। সেখানে আশ্রম ও অভ্যাসীদের আবাসন গড়ে তোলার জন্য জমি নেওয়া হয়েছে। হলদোয়ানি কেন্দ্র থেকে ৫ কিমি দূরে অবস্থিত ২.২৫ একর জমি আশ্রমের জন্য নির্ধারিত। ৬.৫ একর জমির উপর 'সহজপুরম' – অভ্যাসী আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। গুরুদেব প্রসাদ অর্পণ করে 'ভূমি পূজার' প্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন এবং ৩০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি নওকুচিতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান, যেখানে হ্রদের পাশে এক সুদৃশ্য কুটির রয়েছে। তিনি সেখানে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেন। পরদিন গুরুদেবকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। স্থানীয় অভ্যাসীদের স্বল্প সময়ের সিটিং দিয়ে গুরুদেব সৎকোলের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং বেলা ১১টায় সেখানে পৌঁছান।

সৎকোল

হিমালয়ের মনোরম সৌন্দর্য্যকে সঙ্গী করে পাহাড়ের স্থানীয় অভ্যাসীরা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। গুরুদেব সারাদিন তাঁর কুটিরে উৎফুল্ল চিত্তে কাজ করেন।

১৯শে জানুয়ারী সকাল ৭টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং সারাদিন তাঁর কটেজে অক্লান্ত কাজ চালিয়ে যান।

২০শে জানুয়ারী 'বসন্ত পঞ্চমী' তিথিতে গুরুদেব খুব সকাল সকাল তৈরী হয়ে নেন। আগের দিন রাতে দাঁত ব্যথা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বার্তালাপ করছিলেন। ধ্যানকক্ষে তিনি ৬.৪৫ মিনিটে পৌঁছে যান এবং ৭টায় সৎসঙ্গ শুরু করেন। দূর পাহাড় থেকে প্রত্যেকে ঐ নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন প্রায় ৭০০ অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন যা গুরুদেবের মতে সৎকোলে সর্বাধিক উপস্থিতি। গুরুদেব দুটি বিবাহ সম্পন্ন করেন। তাঁর কুটিরের সামনে বনভোজনের মতো মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তিনি সেখানে অভ্যাসীদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। সেদিনের সামগ্রিক বাতাবরণ ছিল বেশ উৎসবমুখর। নির্মল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ শীতের আমেজে বেশ সুখকর ছিল। সন্ধ্যায় গুরুদেব চারপাশের পাহাড় থেকে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। গোপেশ্বরের মতো দূরবর্তী জায়গা থেকে গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে আসা অভ্যাসীদের দৃষ্টান্ত খুবই হৃদয়স্পর্শী।

স্বাভাবিক বার্তালাপের মধ্যে থেকে কিছু মূল্যবান মুক্তারাজী এখানে তুলে ধরা হল :

"আমার কাছে বিশ্বাস, সাহস ও ধৈর্য্য হল একই জিনিস। বিশ্বাস হল দিব্যতা। শিষ্য একদিন তাঁর কাছে ফিরে আসবেই এই বিশ্বাসে তিনি অপেক্ষা করেন। সাহস নিজে এ বিষয়ে সচেতন নয়। মা যখন তার রোগগ্রস্ত শিশুর জন্য রাতের অন্ধকারে ছুটে যায়, তখন তার সাহস এ বিষয়ে সচেতন থাকে না। প্রেম সেই সাহস যোগান দেয়।"

যা কিছু আমার ক্ষেত্রে ঘটছে, সে সব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। তিনি যখন আমার সঙ্গে

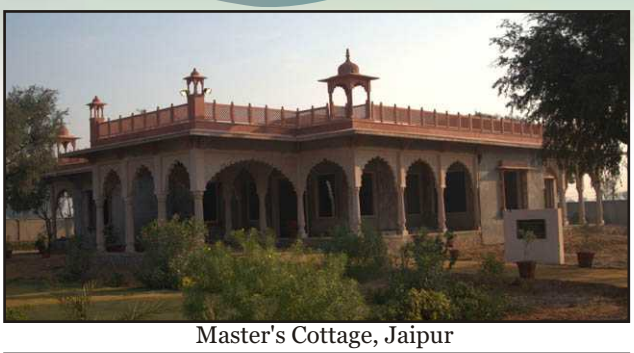
Master's Cottage, Jaipur

In discussion at Jaipur

Inaugurating the Meditation Hall, Alwar

Alwar

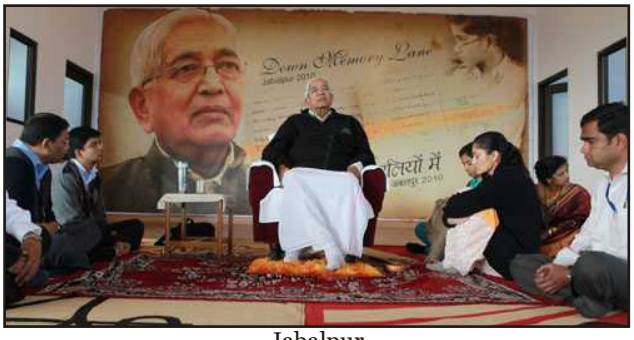

Jabalpur

আছেন, আমার অন্তরে আছেন, তখন আমার অমঙ্গল কিছুতেই হতে পারে না। ভালো–মন্দ যা কিছু ঘটছে, তা আমার ভলোর জন্যই ঘটছে।

২১শে জানুয়ারী গুরুদেব সকাল ৭.৩০ এ রুদ্রপুর রওনা হন। সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার মোরাদাবাদ যাত্রা করেন। পরদিন দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তিনি গুরগাঁও আঞ্চলিক আশ্রমে বিশ্রাম নেন। ড্রাঃ অজয় প্রায় ৭৫০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সন্ধ্যায় সৎ সঙ্গ পরিচালনা করেন। ২৪শে জানুয়ারী গুরুদেব ২৫০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সৎ সঙ্গ পরিচালনা করেন।

জয়পুর

২৪শে জানুয়ারী গুরুদেব জয়পুর পৌঁছান। গুরগাঁও থেকে কষ্টকর পথযাত্রার পরও তাঁকে বেশ প্রাণবন্ত লাগছিল। আশ্রমে পৌঁছলে বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আশ্রমের কুটিরের নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় তিনি ড্রাঃ সুধীরের বাড়ীতে অবস্থান করেন। রাজস্থান ও গুজরাট থেকে প্রায় ২৯০০ অভ্যাসী সেখানে সমবেত হয়ে এবং এক প্রেমপূর্ণ বাতাবরণ গড়ে তোলে। ২৫শে জানুয়ারী সৎসঙ্গের পর ভজন পরিবেশিত হয়। এরপর তিনি আশ্রমের নির্মাণকার্য পরিদর্শন করেন এবং অনেক অভ্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও বিভিন্ন প্রস্তাবের চুড়ান্ত রূপ দেন। ২৬শে জানুয়ারী গুরুদেব আশ্রমে সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ক্লান্তি থাকা সত্বেও তিনি প্রায়ই বেরিয়ে এসে অভ্যাসীদের সঙ্গে সময় কাটান। ২৭শে জানুয়ারী সকালে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর ডঃ নীহারিকার আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। এক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন কাজ শুরু করার আগে একজনের উচিত এর "আদর্শগত দিক, সম্ভাবনা ও বাস্তব রূপায়ণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা"। ২৮শে জানুয়ারী সকালে তিনি আলোয়ার রওনা হন।

আলোয়ার

আশ্রমের উদ্‌ঘাটনের জন্য গুরুদেব আলোয়ারে আসেন। প্রায় ৫০০ অভ্যাসী প্রবল আনন্দ, উদ্দীপনা, উৎসাহ ও ভক্তি সহকারে তাঁকে স্বাগত জানান। আশ্রমের দক্ষিণ তোরণের কাছে গাঁথা প্রস্তর ফলকের পর্দা সরিয়ে তিনি আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন। এরপর, ফিতে কেটে ধ্যান কক্ষে প্রবেশ করেন। প্রায় ৫০ মিনিট সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর তিনি অন্ততঃ আধা ঘন্টারও বেশী সময় আশ্রমে থাকেন ও অভ্যাসীদের দেখা করার যথেষ্ট সুযোগ দেন। মধ্যাহ্নভোজের পর কতক বিশ্রাম নিয়ে তিনি সড়ক যোগে দিল্লী রওনা হন। আলোয়ারের অভ্যাসীদের কাছে তিনি আবার আসার আশ্বাস দিয়ে যান।

জব্বলপুর

৩০শে জানুয়ারী গুরুদেব বিমানযোগে দিল্লী থেকে জব্বলপুর পৌঁছান। তাঁর থাকবার জায়গায় যাওয়ার পথে দুপাশে দাঁড়ানো প্রায় ২০০০ অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানান।

৩১শে জানুয়ারী সেখানকার আঞ্চলিক আশ্রমের উদ্‌ঘাটনের মধ্যে দিয়ে তিনদিনের বসন্ত উৎসব শুরু হয়। পুরানো বৃটিশ স্থাপত্যের নিদর্শনে গড়ে তোলা ধ্যান কক্ষ গুরুদেবকে তাঁর ছেলেবেলার ক্রাইস্ট্ চার্চ স্কুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। সকাল ৭.৩০ মিনিটে তিনি ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। গুরুদেব ধ্যান কক্ষে প্রবেশ করে না বসা পর্যন্ত অভ্যাসীরা অপেক্ষা করতে থাকেন।

সৎসঙ্গের পর মর্মস্পর্শী ভজন পরিবেশিত হয়, তারপর তিনি গাড়ীতে চেপে আশ্রমের অঙ্গনে পরিক্রমা করেন।

প্রবল শীতে তাঁবুতে কষ্টকর অবস্থায় থাকা সত্বেও অভ্যাসীরা বেশ খুশী ছিলেন এবং আশীর্বাদপুষ্ট অনুভব করেন। সেদিনের বাতাবরণ কতক ঐশী সরোবরের মতো ছিল। ছোট মাপের বহুশয্যাবিশিষ্ট ঘর, গ্রন্থাগার, বই বিক্রি কেন্দ্র ও শিশুদের জন্য বিশেষ

Jabalpur

জায়গার সুবন্দোবস্ত ছিল।

২রা ফেব্রুয়ারী গুরুদেব ধ্যানকক্ষে গিয়ে, অভ্যাসীদের যথাসময়ে উপস্থিত দেখে খুব প্রীত হন। তিনি বলেন, "দয়া করে নিজের জায়গায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বসে পড়ুন"। এরপর তিনি ঘড়ির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেন, "খাবারের টেবিলে বসে কতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব ---, আরে ভাই তাড়াতাড়ি দাও, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, শুরু করতেই হবে।"

সৎ সঙ্গের পর ভ্রাঃ অজয় তাঁর ভাষণে নিয়মিত সাধনার প্রয়োজনের উপর জোর দেন এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ভা ারাতে গুরুদেবের সৃষ্ট আত্মিক স্থিতিকে সুরক্ষিত করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি গুরুদেবের নতুন বছরে প্রদত্ত বার্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকলের হৃদয়ে লক্ষ্য প্রাপ্তির প্রবল আকুলতা জাগিয়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন।

গুরুদেব সন্ধ্যার সৎ সঙ্গ পরিচালনা করার পর তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "যে নিয়মানুগ সেই প্রকৃত শিষ্য, সে নিয়মানুগ কারণ তার হৃদয় নিয়ম মেনে চলতে বলে, মস্তিষ্ক নয়; যে নিয়ম মেনে চলে সে তা ভীত হয়ে করে না বরং প্রেমের বশবর্তী হয়ে করে; কারণ সে জানে যে একমাত্র নিয়মানুবর্তিতাই তাকে শেষ পর্যন্ত সফলতা এনে দিতে পারে"।

৩৮০০ জন অভ্যাসী ও ৩০০ শিশু বসন্ত উৎ সবে অংশ নেয়।

নাগপুর

৩রা ফেব্রুয়ারী গুরুদেব সড়কযোগে নাগপুর রওনা হন। মাঝপথে সিওনিতে কিছু সময়ের জন্য থামেন, সেখানে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সূর্যালোকে বসে তিনি সকলের সঙ্গে বার্তালাপ করেন বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে।

মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি নাগপুর রওনা হন এবং শহর থেকে ১২ কিমি দূরে সোজা আশ্রমে চলে যান। সেখানে সমবেত ১২০০ অভ্যাসী হঠাৎ গুরুদেবের উপস্থিতিতে বিস্মিত হয়ে যায়। লাগাতার ছয়ঘন্টা ক্লান্তিকর পথ চলার পর তিনি কতক বিশ্রাম নিয়ে হেঁটে ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনার জন্য যান। সৎসঙ্গের পর আয়োজিত ছোট্ট এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য তিনি কিছু সময় সেখানে থাকেন। রাতের আহারের পর তিনি এক অভ্যাসীর বাড়িতে রাত্রে থাকবার জন্য চলে যান। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালে আশ্রম সংলগ্ন আবাসন সংক্রান্ত জমির কাগজ বিলি করেন। 'আত্মার যাত্রা' শীর্ষক এক মনোরম নৃত্য পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল।

যে বাড়িতে গুরুদেব ছিলেন তা প্রায় ১০০ বছরের পুরানো এবং অনেকটা তাঁর জব্বলপুরের থাকাকালীন বড়িটির মত। তিনি বলেন যে, আগেকার দিনে উদার মনের লোক বেশী ছিল, তাই তাঁরা বড় বড় বাড়ি তৈরী করতেন, আর আজকাল সব ছোট মনের লোকজন, তাই ছোট ছোট বাড়ি তৈরী করে।

নাগপুরে গুরুদেবের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত পদার্পণ নিঃসন্দেহে এই কেন্দ্রের উন্নতিতে সহায়ক হবে। বিকাল ৫--৪০ এর বিমানে তিনি কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

কোলকাতা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী কোলকাতা বিমানবন্দরে গুরুদেবের পদার্পণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ৭--২০ মিনিটে তিনি প্রায় একশত অভ্যাসী সঙ্গে নিয়ে (যার মধ্যে প্রায় ৯০ জন বিদেশ থেকে আগত) পৌঁছান এবং সোজা আশ্রমে চলে যান। ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন যেখানে অন্ততঃ ৮০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ এন. প্রকাশ এবং ভ্রাঃ প্যাট্রিক এক সুন্দর প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। এই পর্বে নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সামগ্রিক অনুষ্ঠানে গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধ হয়। রন্ধনশালার স্বেচ্ছাসেবীরা গুরুদেবকে রাতের আহারে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং সব অভ্যাসীদের সঙ্গে একযোগে আহার করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী সৎসঙ্গ শুরু হওয়ার আগে গুরুদেব এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে নিয়মানুবর্তীতার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি বলেন সৎসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর চেয়েও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হল রোজকার সাধনা যা কোনমতেই বাদ দেওয়া উচিত নয়।

Nagpur

Kolkata

তিনি বলেন দশসূত্রকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমনভাবে আরোপ করতে হবে যে, যে কোনও অবস্থাতে তা মেনে চলা সম্ভব হয়। তিনি সকলের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক আশা আকাঙ্খার মধ্যে এক স্পষ্ট প্রভেদ রচনা করতে বলেন। অনেক লোকে কোনও অঘটন ঘটলে মিশন ছেড়ে চলে যান। এটা হওয়া উচিত নয়, কারণ ভৌতিক জীবনে আনন্দ দুঃখ যা কিছু ঘটে তা আমাদের সংস্কারের ফল।

সৎসঙ্গের পর ডঃ অপর্ণা ঘোষের ভজন পরিবেশিত হয়। এরপর গুরুদেব ভ্রাঃ অজয় ভট্টরের বাড়িতে তিনদিনের জন্য চলে যান। সেখানে তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন, নানা প্রশাসনিক কাজকর্ম পর্যালোচনা করেন ও সিটিং দেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী সকালে তিনি চেন্নাই রওনা হন।

নতুন প্রকাশনা *(New Publications)*

The Guru & The Goal

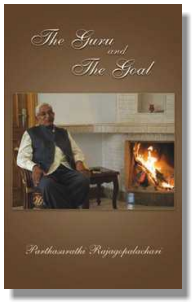

HeartSpeak 2005 (Kannada)

Role of The Master in Human Evolution (Telugu)

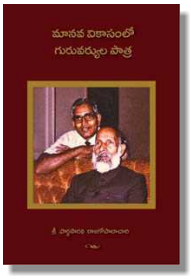

My Master (Hindi)

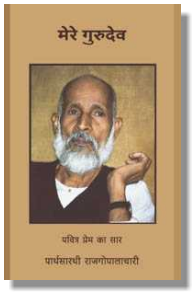

Reality at Dawn

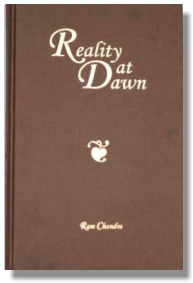

Truth Eternal

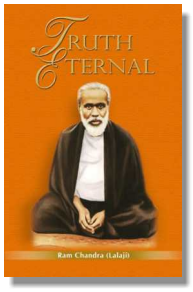

Truth Eternal (Tamil)

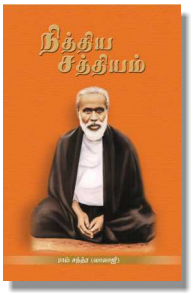

He the Wonder - Vol 2 (Hindi)

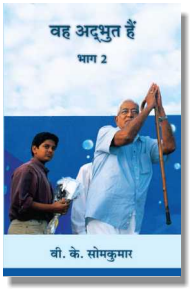

My Master (Malayalam)

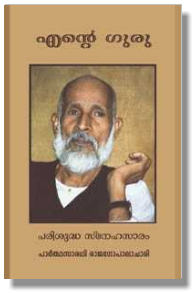

Abhyasi Diary

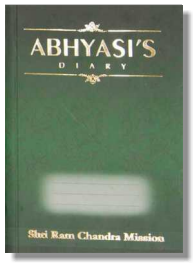

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির

পানভিল, মুম্বাই

২৫–২৭শে ডিসেম্বর তিনদিনের এক জ্ঞান বিনিময় সমাবেশে ৩৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিনের বই পড়া পর্বে 'প্রত্যুষে সত্য' থেকে হিন্দী ও ইংরাজীতে কিছু অংশ পড়ে শোনানো হয়। গুরুদেবের ভিডিও 'Sea of Love' প্রদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় দিন সহজ মার্গ সাধনা ও স্বেচ্ছাসেবী কাজের উপর আলোচনা করা হয়। শেষের দিন অভ্যাসীদের অভিমত নেওয়া হয় এবং এক তাৎক্ষনিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় যার বিষয়বস্তু ছিল সহনশীলতা, প্রেম ও নিয়মানুবর্তীতা। সবশেষে অভ্যাসীরা প্রিয়তম গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম স্বাক্ষাতের অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল সামনে দেখো অর্থাৎ নিজেদের পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে গুরু, মিশন ও পদ্ধতির দিকে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা। তিনদিনে এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়।

ভুজ আশ্রম, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৪শে জানুয়ারী ভুজ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ডঃ এন. ও. চৌহান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৭৫ জনের বেশী অভ্যাসী সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই এই পবিত্র অনুষ্ঠানে গুরুদেবের উপস্থিতি অনুভব করেন। সিটি স্কয়ার টাউনশিপ ২০০৫ সালে এই ৯৭৮৭.৩ বর্গ গজ জমি আশ্রমের জন্য প্রদান করে। ভুজ শহর থেকে ১২ কিমি দূরে এই জমিটি অবস্থিত।

আমাদের প্রিয়তম গুরুদেবের ৮৪তম জন্মদিন উদযাপন

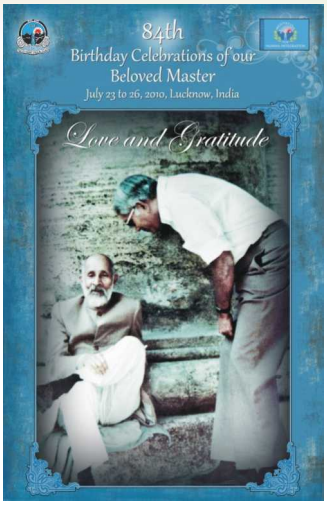

তাং– ২৩ শে জুলাই থেকে ২৬ শে জুলাই ২০১০
উৎসব স্থান – বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, শ্রীরামচন্দ্র মিশন, IIM সড়ক লখনৌ (ইউ. পি) ভারত
প্রিয় ভাই বোনেরা,
প্রণাম! গুরুদেবের কথায়, "এ অনেকটা (এই ভান্ডারা) সুগন্ধ যুক্ত শীতল সরোবরে স্নান করার মত যা অভ্যাসীর আধ্যাত্মিকতাকে পুনর্নবীকরণ করতে সম্ভব করে, এই দিব্য ধারায় অবগাহন করে"।
আমরা গুরুদেবের কাছে চিরকৃতজ্ঞ এইজন্য যে, তিনি তাঁর ৮৪ তম জন্মদিন পালন করার মাধ্যমে তাঁর সেই অনন্ত সুধারসে ডুবিয়ে দেবার আরও একবার সুযোগ দিয়েছেন। লখনৌ শহরে ২২ থেকে ২৬ শে জুলাই ২০১০ এই ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২৫শে জুলাই আমরা গুরুদেবের শারীরিক উপস্থিতিতে গুরুপূর্ণিমাও উদ্‌যাপন করবো।
এই মানব অস্তিত্ব নির্বাহ করার অনুমতি দেবার জন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে সেই মহিমান্বিত দিব্যগুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা উৎসারিত হোক। তাই আমরা যেন অনেক সংখ্যায় এই মহান উৎসবে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা সিক্ত হৃদয়ে উপস্থিত হয়ে সেই বিশেষ সরোবরে অবগাহন করতে পারি।
স্নেহধন্য
অজয় ভট্টর
উৎসবে যোগ দেবার যাবতীয় তথ্য মিশনের ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে:
http://www.sahajmarg.org/24july2010/index.jsp
উৎসব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানার জন্য অভ্যাসীদের নিয়মিত ওয়েব্ সাইট দেখতে এবং ১৫ই মে ২০১০ এর আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিস্ট্রেশন্ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
উৎসব সংক্রান্ত কোন কিছু জানতে হলে নীচের ই–মেল এ যোগাযোগ করুন
24july.registration@srcm.org or 24july.helpdesk@srcm.org

ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও আবেদন ফর্ম

ভারতে মানাপাক্কাম ও অন্যান্য আশ্রম পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক অভ্যাসীদের নীচের ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

http://www.sahajmarg.org/smww/bma-request-to-visit

ভারতে মানাপাক্কাম আশ্রম পরিদর্শন করতে হলে, গুরুদেবের সঙ্গে ভ্রমণ করতে হলে অথবা ভান্ডারায় যোগ দিতে হলে অবশ্যই অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে।

প্রত্যেকের এই অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনপত্র তার প্রশিক্ষক বা জাতীয় বা আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।

অতীতের পানে এক পলকের দৃষ্টি

নভেম্বর ১৯৫০: (বাবুজীর ডায়েরী থেকে): "গুরুর আজ্ঞা পালন করা পূজা করার থেকে অনেক ভালো। কেউ যদি লালাজী মহারাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হব"।

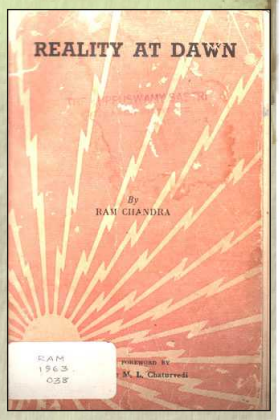

১৯৫৪: 'প্রত্যুষে সত্য বইটি ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রচ্ছদ ছিল ছবিটির অনুরূপ।

এই বই থেকে উদ্ধৃত অংশ :

"স্বল্প সময়ে লক্ষ্যপ্রাপ্তির প্রবল আকুলতা বা অস্থিরতাই হল দ্রুত প্রগতির প্রধান উপায়।"

"আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত সাধককে গড়ে তোলার জন্য এক আবশ্যক জিনিস হল সংযম। এর অর্থ খুব গভীর এবং মানুষের কাজকর্মের প্রত্যেক ধাপে তা ব্যাপৃত। এর অর্থ হল সবরকম ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তোলা, কোনও কম বেশী নয়, বরং মনের মধ্যে কোনও রকম ছাপ না রেখে প্রকৃত উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বাভাবিকরূপে তা সৃষ্টি করা।"

ডিসেম্বর ১৯৫৭:

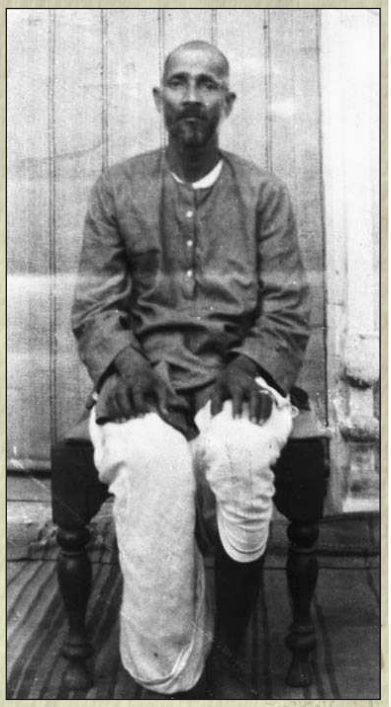

কর্ণাটকের গুলবর্গাতে বাবুজী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ "ঈশ্বর উপলব্ধির সহজতম উপায়" থেকে উদ্ধৃত।

"আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আমি এক সরল পদ্ধতির কথা বলতে পারি যা যে কেউ অনায়াসে অনুসরণ করতে পারে। যদি কেউ তার নিজের হৃদয় বিক্রি করে দিতে পারে অর্থাৎ দিব্যগুরুর কাছে উপহার স্বরূপ প্রদান করতে পারে তাহলে আর তেমন কিছুই বাকী থাকে না। এর ফলে আপনা আপনি সে অনন্ত সত্যে সমাহিত হওয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারবে।"

"আরও একটা কথা হল: হৃদয় সমর্পণ করতে হলে একমাত্র যা দরকার তা হল ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি যত সূক্ষ্ম হবে তত তা অধিক ফলপ্রসূ হবে।"

Source: Reality at Dawn. Complete Works of Ram Chandra Vol.3 (Pages from Autobiography of Ram Chandra Vol.II and Message Universal).

অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী খুব ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে। সৎকোল, CREST এবং মিশনের রিট্রিট কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের জন্য আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে।

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ®
ইকোজ ইন্ডিয়া

পূজ্য লালাজীর জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন

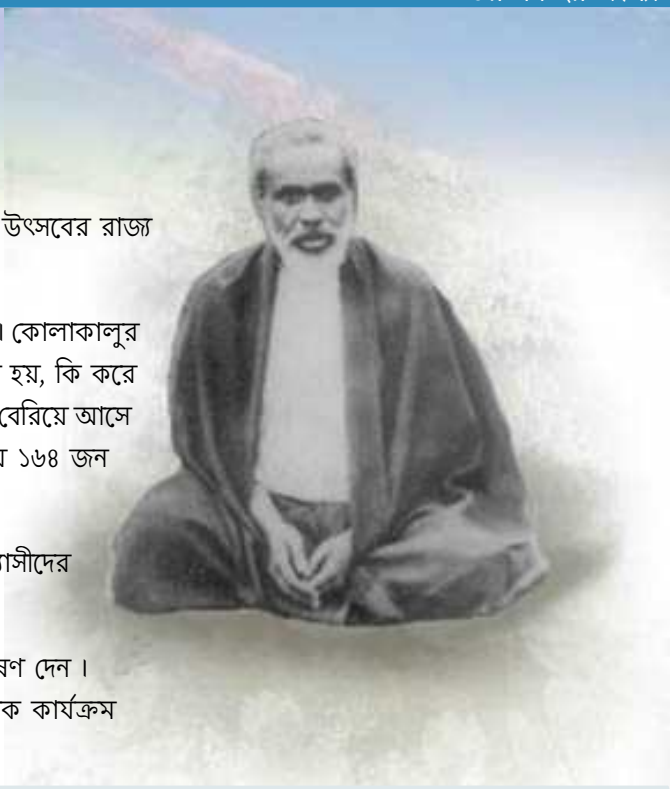

২রা ফেব্রুয়ারী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধেয় লালাজী মহারাজের জন্ম শতবর্ষ উৎসবের রাজ্য ভিত্তিক রিপোর্ট:

অন্ধ্রপ্রদেশের কোলাকালুর এবং খাম্মাম কেন্দ্রে সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কোলাকালুর কেন্দ্রে বক্তৃতা ও কুইজ এর আয়োজন করা হয়। এক ছোট নাটিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, কি করে একজন প্রলোভনের শিকার হয় এবং গুরুদেবের সততঃ স্মরণের ফলে কিভাবে তা থেকে বেরিয়ে আসে। খাম্মাম কেন্দ্রে নিকটবর্তী ছোট ছোট কেন্দ্র থেকে অনেক অভ্যাসী সমাগম হয়। প্রায় ১৬৪ জন অভ্যাসী খাম্মাম কেন্দ্রে যোগ দেয়।

আসামের গৌহাটি কেন্দ্রে প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী উৎসবে যোগ দেন। বহিরাগত অভ্যাসীদের আঞ্চলিক আশ্রমের জন্য নির্ধারিত জমি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

'বিশ্বাস', 'সশরীরি গুরুর গুরুত্ব', 'সহজ মার্গ ও ভগবৎ গীতা'র উপর বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। এছাড়াও লালাজী মহারাজের জীবনের উপর ভিডিও প্রদর্শন ও অন্যান্য মূল্যবোধভিত্তিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত স্থানীয় অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠান থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

Khammam

Guwahati

ঝাড়খণ্ডের লালপানীয়া কেন্দ্রের অভ্যাসীরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করে। সকাল ৭–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গের পর ব্রাঃ এন. কে. সাহ লালাজীর শিক্ষা থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেন। গুরু, মিশন ও পদ্ধতির উপর এক কুইজ ভঃ রত্না সাহ পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠান অভ্যাসীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সঞ্চার করে এবং যে সব অভ্যাসীদের পরিবারের সদস্যরা অভ্যাসী নন তাদেরকেও অনুপ্রাণিত করে। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কর্ণাটকের গুলবার্গা , হুবলি ও বিদার কেন্দ্রে এই উৎসব উদযাপিত হয়। গুলবার্গা কেন্দ্রে ১৪ জন নতুন জিজ্ঞাসু সাধনা শুরু করে। হুবলি কেন্দ্রে প্রায় ১৫০ জনের বেশী অভ্যাসী সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিদার কেন্দ্রে নিকটবর্তী কেন্দ্রের অনেক অভ্যাসী আসেন। সারাটা দিন প্রেম ও দিব্য করুণায় পরিপূর্ণ ছিল।

ম্যাঙ্গালোরে লালাজী মহারাজের জন্মদিন ৫০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সারাদিনব্যাপী উদযাপিত হয়। দুটি সৎসঙ্গ ছাড়াও গুরুদেবের প্রদত্ত ভাষণ 'সেবার মাধ্যমে প্রেম জাগাও' পড়ে শোনানো হয়। প্রাতঃভোজের পর অনুষ্ঠান অভ্যাসীদের গান ও বক্তৃতায় পরিপূর্ণ ছিল। ভাষণে লালাজীর জীবন ও শিক্ষার বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। গুরুদেবের বক্তৃতা Sea of Love বিকেলের দিকে চালিয়ে শোনানো হয়।

২০০৮ সালের নভেম্বরে পরমধাম আশ্রম উদ্‌ঘাটনের পর এই প্রথম ব্যাঙ্গালোরের সব অভ্যাসীরা পূজ্য লালাজীর জন্মদিন পালনের জন্য এখানে সমবেত হন। প্রায় ১৩০০ অভ্যাসী ও ১০০ শিশু এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। লালাজীর জীবন এবং শিক্ষার উপর নানা বক্তব্য পেশ করা হয়। লালাজীর জীবনের উপর চলচিত্র CCTV-র মাধ্যমে আশ্রমের নানা দিকে দেখান হয় যাতে সব অভ্যাসী দেখতে পায়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

Hubli

Mangalore

Bangalore

Aluva

Mirzapur

Kolkata

কেরলের আলুভা, এরনাকুলাম, পালাকাড, পাট্টাম্বি এবং কাসারগড় কেন্দ্রের আশ্রমগুলিতে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৭–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের শুরু হয় এবং প্রাতঃরাশের পর লালাজীর জীবনের চলচিত্র প্রদর্শন করানো হয়। অনুষ্ঠানে ভজন পরিবেশন, মিশনের সাহিত্য পাঠ সবই ছিল। পালাক্কাড কেন্দ্রে পাথিরিপালা, নিমারা, কোনগাদ, ওট্টাপালাম কেন্দ্র থেকে অভ্যাসীরা সমবেত হন।

কাসারগড় কেন্দ্র এক আত্ম–পর্যালোচনামূলক প্রশ্নের অবতারণা করে যাতে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন সমাজের সঙ্গে অভ্যাসীর মতবিনিময়, কাজের ক্ষেত্রে তাদের মানসিকতা, পরিবার, শরীর ও মনের অবস্থা দেখাশোনা এবং আধ্যাত্মিকতা। প্রশ্নগুলি তৈরী করা হয়েছিল লালাজী মহারাজের শিক্ষার নৈতিকতার আলোকে। অংশগ্রহণকারীরা সেদিনের বাতাবরণে ঐশীসুখানুভূতি ও কৃতজ্ঞতার পূর্ণ সুধা অনুভব করে।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর কেন্দ্র প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বসন্ত উৎসব পালন করে। সকালের সৎসঙ্গের পর নানা বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ভক্তিমূলক গান ও লালাজী মহারাজের লেখা থেকে উদ্ধৃতি পাঠেরও আয়োজন ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা, রাণীগঞ্জ, শিলিগুড়ি ও সিকিমের গ্যাংটকেও আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। সৎসঙ্গের পর রাণীগঞ্জ কেন্দ্রে এক প্রশ্ন–উত্তর পর্বেরও আয়োজন করা হয়েছিল। কোলকাতা কেন্দ্রের অভ্যাসীরা হুইস্‌পার ও ডেইলি রিফ্লেক্‌শন্‌ পড়ে তার উপর মনন করেন। দিনের শেষে সন্ধ্যার সৎসঙ্গের আগে লালাজীর জীবনের উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মহিলা শিক্ষা গোষ্ঠি – কোলকাতা

কোলকাতার যুবতী মহিলাদের প্রচেষ্টায় বাস্তব জীবনের সম্পর্কে সহজমার্গের নানা দিক আলোচনার এক প্রয়াস গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে সদস্যদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে বলা হয়। এ ধরণের এক আলোচনাচক্রে সহজমার্গের দশ সূত্রের উপর চর্চা হয়,– "সকলকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখতে শেখো ও সেই অনুযায়ী ব্যবহার করো"। এ বিষয়ে নিজেদের পরিবারের সমস্যা সবার আগে তুলে ধরা হয়, অর্থাৎ নিজেদের ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধ ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে কি করে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। এ হেন আলোচনার সময় সকলে উপলব্ধি করে যে, যেভাবে আমরা চাই আমাদের সন্তানরা তাদের ভালোর জন্য অনুশাসন মেনে চলুক, ঠিক তেমনই গুরুদেবও তাঁর সন্তান অর্থাৎ আমাদের কাছে একই জিনিস আশা করেন। এছাড়া ডাইরী লেখা, অহংকে কিভাবে সামলানো যায়, বিশ্বজনীন প্রার্থনা এবং সতত স্মরণের উপরও বিভিন্ন অধিবেশনে চর্চা হয়। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করতে বলা হয়। এই মহিলাগোষ্ঠি বাস্তবজীবনে সহজমার্গের আলোকে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করার প্রয়াসে প্রয়াসী। এ হেন আলোচনা তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এক মুক্ত ও স্পষ্ট বাতাবরণ গড়ে তুলেছে।

লালপানিয়াতে বনভোজন

রাঁচী ও ঝাড়খণ্ডের লালপানিয়া কেন্দ্রের অভ্যাসীরা সহজমার্গ বিষয়ে চর্চা করার জন্য একত্র হন এবং সেই পরিসরে এক বনভোজনেরও আয়োজন করেন। লালপানিয়া কেন্দ্র আয়োজনের দায়িত্ব নেন এবং রাঁচীর ভ্রাঃ রামাবতার সাহু অনুষ্ঠানের সংযোজন করেন। ২৬শে ডিসেম্বর ২০ জন অভ্যাসী রাঁচী থেকে সড়কযোগে লালপানিয়া যান এবং সেখানকার অভ্যাসীদের হার্দ্দিক স্বাগত গ্রহণ করেন। TTPS এর অতিথিশালার সবুজ ঘাসের বিছানায় স্নিগ্ধ সূর্যকিরণে লালাপানিয়া সকলকে অভ্যর্থনা জানায়। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জলপ্রপাত রাঁচীর অভ্যাসীদের মুগ্ধ করে। ঠিক তেমনি মুক্ত হৃদয়ে সহজ মার্গ বিষয়ক আলোচনা চলতে থাকে। এর প্রত্যক্ষ ফল হল লালপানিয়ার তিনজন ও রাঁচীর একজন নতুন জিজ্ঞাসু সাধনা শুরু করে। সমগ্র আতিথেয়তা ও আপ্যায়ন যেন গুরুদেবের নীরব গ্রন্থনার প্রকাশ এবং এ ধরণের আয়োজন আরও করার জন্য উৎসাহিত করে।

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ®
ইকোজ ইন্ডিয়া

প্রাথমিক স্তরের প্রশিক্ষণ কার্যসূচী

SMRTI র তৈরী সচিত্র প্রশিক্ষণ উপাদান সহজ মার্গ ধ্যানের বিষয়ে অভ্যাসীদের কাছে এক স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে। গুরুদেবের ভাষণের ছোট ছোট অংশের সংযোজন সামগ্রিকভাবে অভ্যাসীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। SMRTI র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকরা বিভিন্ন কেন্দ্রে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

নীচের কেন্দ্রগুলিতে এই অনুষ্ঠান একবার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আবার তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন সকলে অনুভব করেন কারণ তা সাধনা নিয়মিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ যোগাতে সক্ষম।

- ৭ই ফেব্রুয়ারী রাইচুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৩২ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন।
- ১০ই জানুয়ারী অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোরে ২৮ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুব সম্প্রদায়ের। তাদের অজস্র প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়ায় তারা খুবই পরিতৃপ্ত হন।
- অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে গত ৩রা জানুয়ারী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৩২ জন নতুন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন।
- তামিলনাড়ুর থেনিতে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দু'বছরের কম সময় সাধনায় যোগ দেওয়া ১৫ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করেন।
- কোয়াম্বাটোরের কাছে আন্নুর কেন্দ্রে ১৪ই ফেব্রুয়ারী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০ জন অভ্যাসী অংশ নেন। ভ্রাঃ পালানি কুমারণ সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। কয়েক মাস আগে জন্ম নেওয়া এই নতুন কেন্দ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে।

Chittoor

Annur

Raichur

প্রবন্ধ রচনা – শংসাপত্র বিতরণ

১২ই আগষ্ট ২০০৯ এ ইউনাইটেড্ নেশনস্ এর আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার শংসাপত্র গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ভাইজাগ্ আশ্রমে বিজেতাদের মধ্যে প্রদান করা হয়। প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী তাদের অভিভাবক ও স্কুল প্রধানদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অন্ধ্র মেডিক্যাল কলেজকে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে একটা শিল্ড প্রদান করা হয়। প্রায় ৪২০ টা শংসাপত্র ঐ দিন বিতরণ করা হয়। অতিথিরা যুবমানসে মানবিক মূল্যবোধ, প্রেম, একতা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগিয়ে তুলতে আমাদের মিশনের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হায়দ্রাবাদ কেন্দ্র অঞ্চল ১–এ (উত্তর অন্ধ্র) এর বিজেতাদের জন্য গত ৭ই ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকসহ আঞ্চলিক আশ্রমে আমন্ত্রন জানানো হয়। শংসাপত্রের সঙ্গে 'আমার গুরুদেব' বইটিও বিজেতাদের দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রদান পর্বের পর আমাদের মিশনের বিষয়ে উপস্থিত অভ্যাগতদের সম্যক পরিচিতি করানো হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর উপর উপস্থিত অতিথিদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। এ বিষয়ে তরুণদের অভিব্যক্তি সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকে এ ব্যাপারে একমত যে, একমাত্র প্রেমই এই বিশ্বকে এক উন্নত স্থানে রূপ দিতে পারে। কিছু শিক্ষক ও অভিভাবক মানবিকতার উন্নতির স্বার্থে আমাদের মত সংগঠনের প্রয়াসের প্রশংসা করেন।

২রা ফেব্রুয়ারী বিরুদ্ধন গর আশ্রমে মিশনের যুগ্ম–সচিব ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই ৪৩ জন ছাত্রকে শংসাপত্র অর্পণ করেন। অভিভাবক ও অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে সন্ধ্যায় এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

সুরাটে আঞ্চলিক বিজেতারা তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক সহ শংসাপত্র গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের হাতে বিশেষ মর্যাদা জ্ঞাপক প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। ৪৫ জন অতিথিকে আমন্ত্রন জানানো হয়। ভ্রাঃ বিনয় চাওড়া গুজরাটের আঞ্চলিক সহায়ক প্রবন্ধ রচনার কার্যসূচীর বিষয় পেশ করেন। ডঃ সুরেন্দ্র আগরওয়াল (CIC সুরাট) সহজমার্গ পদ্ধতিতে ধ্যানের মাধ্যমে SRCMএর নানা কাজকর্মের উপর আলোকপাত করেন।

Hanur

Dharwad

Gandhigram

VBSE কার্যক্রম

গান্ধীগ্রাম, তামিলনাড়ু

গান্ধীগ্রাম লক্ষ্মী কলেজ অব এডুকেশন এর অধ্যাপক ও শিক্ষানবিশদের জন্য গান্ধীগ্রাম গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ও গান্ধীগ্রাম ট্রাস্ট্রি দু'দিনের এক VBSE কার্যক্রমের আয়োজন করে৷ ৮ ও ৯ই জানুয়ারী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন ডঃ সীতা মনের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ও উপায়, মূল্যবোধ, চরিত্রগঠন ও ভারসাম্যযুক্ত অস্তিত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় দিন যোগ ও সহজমার্গের উপর স্লাইড প্রদর্শন করা হয় । ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতার উপকারের উপর বক্তব্য পেশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে গান্ধীগ্রামে অনাথ শিশুদের সঙ্গে মত বিনিময় করা হয় ।তাদেরকে মিশনের প্রার্থনা শেখানো হয় এবং এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয় । স্বেচ্ছাসেবীরা লক্ষ্মী সেবা সংগম সিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত কারখানা পরিদর্শন করেন এবং তার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ধারওয়াড়, কর্ণাটক

৯ই জানুয়ারী বিদ্যাবর্ধক হলে এক VBSE কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় । বালা বালাগা, JSS স্কুল ও অন্যান্য স্কুল থেকে প্রায় ৪০ জন শিক্ষক এতে অংশ নেন । ডঃ আশা ও ডঃ সরোজা সকালের অধিবেশন পরিচালনা করেন। তাঁরা মূল্যবোধের গুরুত্ব ও কি করে শিশুদের মূল্যবোধ শেখানো যায় সে বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন । বিকেলের দিকে ভ্রাঃ অজিত কামাথ ধ্যান ও মনের নিয়ন্ত্রণের উপর আলোকপাত করেন । সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ডঃ বরালক্ষ্মী অভিভাবকদের নিয়ে এক অধিবেশন পরিচালনা করেন। বালবিকাশ একাডেমীর অধ্যক্ষ শ্রী শঙ্কর হালাগাট্টি সমগ্র অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কোলকাতা

VBSE স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য কোলকাতা কেন্দ্রে গত ১০ই জানুয়ারী এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । এর উদ্দেশ্য ছিল VBSE কার্যক্রম কি করে সম্পাদন করা যায়। কাউকে সবকিছু সেখানো যায় না, ছাত্রের হৃদয় থেকে তার আসল রত্ন বের করে নিতে হবে, এটাই হল আসল শিক্ষা, আর VBSE এ বিষয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে । আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর বাস্তবানুগ শিক্ষা তরুণদেরকে বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শক্তিশালী করে। VBSE পরিচালনা করার কলা শেখানোর জন্য নানা ধরণের নিরীক্ষামূলক উদাহরণ দেওয়া হয়।

হেনুর, কর্ণাটক

হেনুর কেন্দ্রে ১৭ই জানুযারী এক VBSE কর্মশালার আয়োজন করা হয় । ৩১টি স্কুল থেকে ৫০ জন শিক্ষক ও ১২ জন অভ্যাসী শিক্ষক নিকটবর্তী স্কুল থেকে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল চরিত্র নির্মাণ, ধৈর্য্য বাড়ানো,প্রার্থনার গুরুত্ব ইত্যাদি । সকালে ৩ ঘন্টা ও বিকালে ২ ঘন্টা করে দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া মেলে । 'লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছা শক্তির গুরুত্ব', 'সময় ব্যবস্থাপনা', 'ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সম্পর্ক' এবং 'মানব একতা'র উপর ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত শিক্ষকরা এ হেন অনুষ্ঠান আরও আয়োজনের দাবী জানান যাতে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা তাঁরা তাঁদের স্কুলে বাস্তবায়িত করতে পারেন।

যুব কার্যক্রম, রাঁচী

১৬ই জানুয়ারী রাঁচীর গুজরাটি বিদ্যালয়ে ১৬ থেকে ২৩ বছরের ৪৯ জন ছাত্রছাত্রী এক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন । ভ্রাঃ এ. কে. লাল অংশগ্রহণকারীদের মিশনের প্রার্থনা শিখিয়ে দেন এবং নীরবে কিছু সময় প্রার্থনা করতে বলেন। ভ্রাঃ মনোজ তিওয়ারী ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নির্মাণের উপর ভাষণ দেন । তাঁর ভাষণের মর্মার্থ ছিল প্রকৃত উন্নয়ন বলতে বোঝায় সবরকম কৃত্রিম আবরণ সরিয়ে দিয়ে আমার অন্তরস্থিত 'প্রকৃত আমি'কে প্রকাশ করা । সহজ মার্গের দশ সূত্র অনুসরণ করলে তা অনায়াসে কার্যকর হতে পারে। ডঃ সুনন্দা চৌহান দশ সূত্র সংক্ষিপ্তরূপে ব্যক্ত করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাতটা দলে ভাগ করে (৪ থেকে ১০) সাতটা সূত্রের উপর চর্চা করতে বলা হয় । প্রত্যেক দলের দলনেতাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করতে সুযোগ দেওয়া হয় । অনেক রকম বিষয়ের অবতারণা করা হয় । অংশগ্রহণকারীদের তাদের মতামত জানাতে বলা হয় এবং অনেকে মতামত বিনিময়ের জন্য আরও সময় চেয়ে নেন। এ হেন অনুষ্ঠান তারা ভবিষ্যতে আরও আশা করেন।

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ®
ইকোজ ইন্ডিয়া

জ্যোতির্কেন্দ্র

ইন্দোর আশ্রম

স্বল্প সংখ্যক অভ্যাসী নিয়ে এই কেন্দ্রের শুরু, আর আজ প্রায় ৬৫০ জন অভ্যাসী এখানে নিয়মিত সাধনা করছেন। গুরুদেবের অসীম কৃপায় ইন্দোরের অভ্যাসীরা বেশ কটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ পায়, যেমন ১৯৮৬ সালে ফাউ ার ডে উদ্‌যাপন, ১৯৯১ সালে বসন্ত উৎসব এবং ১৯৯৬ সালে গুরুদেবের জন্মদিন পালন।

রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যা থেকে সাড়ে তিন কিমি দূরে শহরের কেন্দ্রে এই ইন্দোর আশ্রম অবস্থিত। ৪০৫০ বর্গফুটের এই জমি ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে কেনা হয়। ২৯শে আগস্ট ১৯৯৩ সালে, গুরুদেব এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সৎ সঙ্গ পরিচালনা করেন।

মাত্র ১৫ মাসের মধ্যে আশ্রমের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যায় এবং ১৯৯৪ সালের ২০ থেকে ২৪শে ডিসেম্বর বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আশ্রমের দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়। এই শুভ মূহুর্তে উপস্থিত অভ্যাসীদের গুরুদেব আশীর্বাদ দানে ধন্য করেন।

২৪০০ বর্গফুটের উপর গড়ে ওঠা ধ্যান কক্ষের ছাদ খুব উঁচু এবং RCC নির্মিত। ৮০০ বর্গফুট জুড়ে রয়েছে মধ্যবর্তী তলা। সুন্দর নক্‌শায় তৈরী আশ্রমে অভ্যাসীদের জন্য থাকা, খাওয়া ও শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। নীচের দিকে মনোরম বাগানের ছোট জায়গা, ছোট অফিস, গ্রন্থগার ও মেজেনিন এলাকায় পুস্তকাগারের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৯০ ও ২০০২ সালের মধ্যে গুরুদেব ইন্দোরে ঘন ঘন পরিদর্শন করে অভ্যাসীদের আশীর্বাদধন্য করেন। এর ফলে কেন্দ্র দ্রুত প্রগতি করতে থাকে এবং খুব তাড়াতাড়ি স্থান সংকুলান হয়। সৌভাগ্যবশত সংলগ্ন ৪০৫০ বর্গফুট জমি সহজলভ্য হওয়ায় তা ২৮শে এপ্রিল ২০০৪এ কিনে নেওয়া হয়। ২০০৭ সালে পুরানো হলের সম্প্রসারণ করে নতুন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ১৬ থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সালে প্রায় ২০০০ অভ্যাসী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

আশ্রমের শান্ত, স্নিগ্ধ বাতাবরণ অভ্যাসীদের কাজকর্মে উৎসাহিত করে। রবিবার ও বুধবারের নিয়মিত সৎসঙ্গ ছাড়াও শুক্রবার সকালেও সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। এই কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় যেমন শিশু ও শিক্ষকদের জন্য VBSE প্রশিক্ষণ, আঞ্চলিক পর্যায়ে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ, মুক্ত আলোচনা চক্র, সাধনা সংক্রান্ত কার্যক্রম, পঠন–চক্র, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। গুরুদেবের পথনির্দেশ অনুযায়ী ইন্দোর কেন্দ্র খুব সক্রিয়ভাবে VBSE কার্যক্রম পরিচালিত করে। গত ১০ বছর ধরে শিশুদের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্দোর কেন্দ্র মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলির জন্য ID কার্ড, অনুষ্ঠানের নিবন্ধিকরণ ও মিশনের সাহিত্য প্রকাশনার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করে আসছে।

প্রথমদিকে অভ্যাসীরা জানত না যে কিভাবে কাজ করতে হবে। তাই গুরুদেব কিছু ভৌতিক কষ্ট যেমন থাকার অব্যবস্থা সৃষ্টি করেন এবং ঘন ঘন এই কেন্দ্র পরিদর্শন করে আজকের রূপ দান করেন। তিনি নিজে সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন। যেমন পরিকল্পনা, পরিদর্শন, স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন, কাজ নির্ধারণ করা,

আশেপাশের অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানানো, স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে কাজ করা, তাদের সঙ্গে খাওয়া, তাদের থাকা– খাওয়ার দেখাশোনা করা, যাতায়াতের ব্যবস্থা করা সবকিছু। তিনি অভ্যাসীদের মঞ্চে ডেকে তাদের ভাষণ শুনতেন এবং পরে নিজে ভাষণ দিয়ে সঠিক পথ বলে দিতেন। তিনি মুক্ত–আলোচনা চক্রের আয়োজন করতেন, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। ১৯৯৪ সালে আয়োজিত প্রশিক্ষক কর্মশালায় গুরুদেব সভাপতিত্ব করেন।

এই জ্যোতির্কেন্দ্র অভ্যাসী ও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা পিপাসুর ক্ষেত্রে এক দিশারী যা তাঁর দিব্যজ্যোতিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.